রস - রাজনীতি

দীপ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় রাজনীতি বৈদগ্ধপূর্ণ ব্যঙ্গরসের খনি বিশেষ। যার উদ্দেশ্যে কৌতূকের তিরটি নিক্ষিপ্ত তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতেই রসিকের দন্তপঙ্‌ক্তির বিকাশ ভোটপ্রার্থীর জন্য ইলেকশন কমিশন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রজ্ঞাপিত একটি দরখাস্তের কাল্পনিক খসড়া নমুনা আমার সংগ্রহে এসেছে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি।

নাম : (ওরফেটাও জানাইতে হইবে। যেমন হাতকাটা, মুখপোড়া বা ল্যাংড়া অমুক)

বর্তমান ঠিকান : (জেল হইলে নাম ও সেল নম্বর উল্লেখ্য)

রাজনৈতিক দল: (দল বদল করিয়া থাকিলে শেষ পাঁচটি দলের নাম)

দলবদলের কারন : (দলত্যাগ, বিতাড়ন কিংবা খরিদ হইয়াছেন কিনা ইত্যাদি)

ভোটে দাঁড়াইবার উদ্দেশ্য ঃ

ক) অর্থ কামাই
খ) আদালতের মামলা হইতে অব্যাহতি
গ) ক্ষমতার অপব্যবহার
ঘ) জ নসাধারণের সেবা

(প্রযোজ্য স্থানে টিক করুন। ঘ হইলে পাগলের চিকিৎসকের শংসাপত্র বাঞ্ছনীয়)

হাজতে অতিবাহিত সময়কাল : (হাসপাতালে স্থানান্তর আওতায় আসিবে)

আদালতে স্থগিত মামলার বিবরন: (পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণীর জন্য যত খুশি পৃথক পৃষ্ঠা ব্যবহার চলিতে পারে)

আর্থিক দুর্নীতির অভিজ্ঞতা : (অভিজ্ঞ দরখাস্তকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।)

যৌন-কেলেংকারী : (অতিরিক্ত দক্ষতা বলিয়া গণ্য হইবে।)

বাৎসরিক অবৈধ রোজগার : (ব্যালেন্সশিটে তোলা, হাওলা, কাটমানি, কিকব্যাক বা সুইসব্যাঙ্ক সম্মানির হদিস দেওয়া আবশ্যক।)

সম্ভাব্য জনপ্রতিনিধি হিসেব দায়বদ্ধ ? (আপনার নাতিদীর্ঘ ব্যখ্যায় কর্তৃপক্ষের নয়নযুগল বিকশিত, অধর স্পন্দিত এবং দন্তরাজি যেন ঈষৎ লক্ষিত হয়।)

সে না হয় ফর্ম পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিলেন। এরপর সামাল দিতে হবে জোটধর্ম। সে আপনি নির্দল হোন বা দলদাস প্রধায় নিবেদিনত প্রাণ - যা কিছু। ভারত এখন বহুদলবাদে অভ্যস্ত। যাকে বলে ফ্রন্ট বা জোট রাজনীতি। কিন্তু স্বকীয়তা আঁকড়ে থাকতে সবাই বদ্ধপরিকর। ভারতের চালিকাশক্তি গো-বল রাজ্যগুলির হাতে। তাই আপনাকে গরুবিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধি করতেই হবে। জেনে নিন গরু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের ভাবনাচিন্তা।

সোনিয়া গাঁধি: তোমার যদি দুটো গরু থাকে একটি নিজের কাছে রাখ আর অন্যটি প্রতিবেশীকে দান কর।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: একটি গরু তোমার কাছে থাক। অন্যটি সরকার অধিগ্রহণ করে প্রতিবেশীকে দিয়ে দিক।

মায়াবতী: একজনের দুটো গরু। প্রতিবেশীর একটাও নেই? কি এসে যায় তাতে?

প্রকাশ কারাত: সরকার দুটো গরুকেই রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়ে জনসাধারণকে দুধ বিলি করুক।

কিষেনজি: দুটো গরুই যদি সরকার মালিকানায় আনা হয় এবং অকাতরে দুধ বিলি হয় আমরা প্রতিবাদে মুখর হব। জঙ্গলমহলে গণমিলিশিয়া গড়ে তুলে সরকারের কালো হাত ল্যান্ডমাইন দিয়ে গুঁড়িয়ে দেব।

নীতিন গড়করি: একজনের দুটি মাত্র গরু? তৃতীয় গরুর জন্য তার ভারত বন্ধ ডাকা উচিত।

লালু প্রসাদ যাদব: গরুদের গড় আয়ু যেন একশো বছর হয়। পশুখাদ্য কেলেংকারী তাহলে অবাধে চলবে।

চন্দ্রবাবু নাইডু: তোমার মাত্র দুটো গরু? আমেরিকানদের সঙ্গে যৌথ বানিজ্যিক চুক্তি করে অচিরেই পাঁচ হাজারটা হয়ে যাবে। আইটি সেক্টরে হাই-টেক দুধের কারখানা হবে। লোকে চাকরি পাবে। বাছুররা দেশবিদেশে রপ্তানী হবে।

বাল থ্যাকারে: গরুদুটোকে ভক্তিভরে পুজো করে যাও। তারপর তো শিবসৈনিকেরা আছেই!

রাজনৈতিক নেতারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন ভারতবর্ষে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য একটি নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য। জনৈক নেতাকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি চটজলদি জবাব দিয়েছিলেন, জানেন সেবার চেন্নাইতে উচ্চকিত ভাষণ দেবার পর শ্রোতারা সমস্বরে চিৎকার করল, মিথ্যে মিথ্যে। সবটাই ঢপবাজি। জুতোর মালা পরিয়ে দে নেতার গলায়। একই ভাষণ যখন বেঙ্গালুরুতে তিনি নিবেদন করলেন সমবেত জনতা একই কায়দায় সোচ্চার হয়েছিলেন, থামাও এই অসত্যভাষীকে। নেতার সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটল কলকাতাতেও। সুতরং ভাষা নানা মতের বিভিন্নতায় নেতার প্রতি সবার দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু একই। এবং সেটা দলমত নির্বিশেষে।

পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন বর্তমান সরকারের জনমুখী প্রচেষ্টায় চিকিৎসা ব্যবস্থা আজ উন্নতির সোপান বেয়ে তরতর করে ত্বরান্বিত হচ্ছে। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের মতো মগজ প্রতিস্থাপন এখন সহজলভ্য পদ্ধতি। ব্লাডব্যাঙ্কের অনুসরণে মগজব্যাঙ্ক কোনও অলীক ব্যাপার নয়। আমাদের পাড়ার আধপাগলা তকাইদা যখন পূর্ণপাগল প্রতিপন্ন হলেন তখন তাকে চেন্নাই -এর একটি মগজ প্রতিস্থাপন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হল। পরিজনদের বিভিন্ন মগজের নির্ধারিত মূল্য জানানোর পর এক অভিজ্ঞ আত্মীয়ের চক্ষু চড়কগাছ। আমলার মগজের দাম পঞ্চাশহাজার টাকা। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মগজের দাম চারগুণ বেশি কেন? সেই আত্মীয়ফ্যালফ্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন প্রধান চিকিৎসকের মুখের দিকে। ডাক্তারবাবু বললেন, বুঝলেন না মশাই? আমলার মগজ বহু ব্যবহৃত। তাই দাম কম। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তির মগজ ব্যবহারই হয়নি। সুতারং ওটার দাম

তো বেশি হবেই।

কুকুরদের আলাপচারিতা যদি বুঝতেন তবে চিত্তরঞ্জন পার্কের ব্রনোর সঙ্গে বারাখাম্বা রোডের ব্রুনোর কথোপকথন আপনাকে স্তম্ভিত করে দিত। ব্রুনোর মালিক লোকসভায় এক প্রাক্তন স্পিকার। ব্রুনোর অকারণ ভৌ ভৌ থামাতে গিয়ে প্রায়শই অভ্যেসবশত তিনি বলে ওঠেন, প্লিজ প্লিজ।

সব শুনে বুঝে বলেছিল, বুঝলি আমার মালিক একজন এমপি। সরাটা দিন সংসদের প্রায় সবাইকে ভৌ ভৌ করে উত্যক্ত করার পর সদর দরজায় নোটিশ টাঙান, কুকুর হইতে সাবধান। স্পর্ধাটা ভেবে দ্যাখ্ একবার।

তাই উইট, স্যাটায়ার, হিউমার বা ল্যামপন - এ মাখোমাখো হতে থাকেন সমাজের সার্থক প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতারা। ভারতীয় রাজনীতিতে রসিক শিরোমণি বলতে লালুপ্রসাদ যাদবের সমকক্ষ কেউ নেই। একবার ভারতের প্রতিনিধি হয়ে পাকিস্থান সফরকালে তার শ্রীমুখ নিঃসৃত কাল্পনিক বাক্যাবলী তুলে ধরছি। লালু বললেন, ও আপনারা কাশ্মীর চান, তাই তো? ঠিক আছে ওটাকে আপনাদের অঙ্গরাজ্য করে নিন। কিন্তু একটা শর্ত আছে। কাশ্মীরের দখল নিতে হলে সেই সঙ্গে বিহারকেও নিতে হবে। জনশ্রুতি, পাক প্রেসিডেন্ট তার দাবি থেকে তৎক্ষনাৎ পিছু হাটেন। ভারত-পাক সমস্যা সমাধানের পরেও লালুকে বিদেস মন্ত্রকের দায়িত্বে আনা হয়নি।

একবার ভারত সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ইয়ে ক্যা হাল করা রাখা হয় বিহার কা? ডাস্ট গিভ মি থ্রি মানথ্স টাইম। বিহারকে আমি আমেরিকা বানিয়ে দেব।

লালুজি বলেছিলেন, আমেরিকাকে মুঝে তিনি দিনো কে লিয়ে দিজিয়ে। ম্যাঁয় উসে বিহার জ্যায়সা না বানায়া তো মেরা নাম বদল দুঙ্গা। এই রসিকতা কার মস্তিস্কপ্রসূত জানা নেই তবে লালুবিষয়ক চুটকি হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।

রাজনীতিতে অফুরন্ত রোজগারের ব্যবস্থা থাকে। নয়তো সামান্য বেতনভুক মন্ত্রীরা সংসার চালাবেন কি করে? এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন মন্ত্রীদের নাকি ঘুষের রেটকার্ড থাকে। কাজ অনুযায়ী মূল্য ধার্য হয়। সত্যি মিথ্যে জানিনা ভিনরাজ্যের এক পূর্তমন্ত্রীকে তার শ্যালক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, এই রোজগারে চলছে কি করে? মন্ত্রীমশাই স্মিত হেসে উত্তর দিলেন, বুঝলে ব্রাদার সবকিছুতেই পারসেন্টেজ বাঁধা। ওই যে রাস্তাটা দেখছ ওটায় দশ পার্সেন্টি। বাম্পারগুলোয় বিশ পারসেন্ট। আর একটু চোখ মেলে দাও। কী দেখছ এবার? শ্যালক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, কেন? রাস্তাটা গিয়ে ঠেকেছে নদীর কিনারে। একটা ব্রিজ থাকলে কিন্তু দিব্যি হত। মন্ত্রীমশাই বললেন, ব্রিজ তো আছেই। তুমি দেখতে পাচ্ছ না। তাই তো? আসলে ওটা একশো পারসেন্ট।

এইরকম গুণধর মন্ত্রীদের শাস্তি দিতে ছবিযুক্ত স্ট্যাম্প প্রকাশ করার আইডিয়া দিয়েছিল ডাকবিভাগ। স্যাম্পেল সংস্করণ বাজারে ছাড়তেই ভয়ানক মুশকিলে পড়তে হয়েছে তাদেরও। এক ঠোঁটকাটা আমলা তো ঝেড়ে কাশলেন, আর বলবেন না মশাই। ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। আমজনতা মহামান্য মন্ত্রীর স্ট্যাম্পে মুদ্রিত মুখে থুতু তো দিচ্ছেই না বরং খামে স্ট্যাম্প সাঁটবার জন্য উল্টোদিকে থুতু মাখাচ্ছে। এখন পার্লামেন্টে কোয়েশ্চেন না ওঠে! রাজনীতি প্রসঙ্গে ঢাকুরিয়ার অনাদিবাবুর কথা মনে পড়ছে। বড় ছেলে জয়েন্ট এন্ট্রাস দিয়ে কোলাঘাট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ছে। ভদ্রলোক ছোটো ছেলেটাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায়। কোথাও সুবিধে করতে পারল না বেচারা। একদিন অনাদিবাবু বিগলিত হয়ে বললেন, মশাই ছেলেকে পলিটিক্সে নামিয়ে দিয়েছি। দেখবেন দাদাকেও ছাড়িয়ে যাবে।

রাজনীতি ঘরের গিন্নিদেরও ছোঁয়াচে রোগের মতো আক্রান্ত করে। ফ্যামিলি পলিটিক্সের কথা বলছি না। কাউন্সিলরের বউ বোস গিন্নি এম এল এ গিন্নিকে বললেন, তোমার বরের কথা আর বোলো না। এমন চুরি করেছে যে অবসরপ্রাপ্ত জজসাবে তার তদন্ত করছে। ফের গর্ব করে জানান দিলেন, অবশ্য আমার বরের ব্যাপার আলাদা। ওর করাপ্শান চার্জ ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন। এম এল এ গিন্নি ঈর্ষায় কটকট করে তাকিয়ে রইলেন।

পাড়ার চায়ের ঠেকের গুলতানিতে ভাজুদা একদিন বললেন, জানিস নেতারা মৃত্যুর পর নরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেন। একজন পরলোকগত রাজনৈতিক নেতা নরকে গিয়ে দেখলেন যমরাজের টেবিলে কয়েক ডজন ঘড়ি রাখা। হতভম্ব হয়ে তিনি বললেন, এতগুলো ঘড়ি কেন স্যার? ভেট পেয়েছেন।

—এগুলো ঘড়ি নয়। মিথ্যে মাপার যন্ত্র। প্রত্যেক পার্থিব রাজনৈতিক নেতার জন্য একটি ঘড়ি নির্দিষ্ট রয়েছে। মিথ্যে কথা বললেই ঘড়ি কাঁটাগুলো একটু স্থান বদল করে। ইন্দিরা গাঁধী থেকে জ্যোতি বসুর সবার ঘড়ি এখানে পাবে।

—বলেন কি ? সদ্য প্রয়াত সর্বভারতীয় নেতা কমরেড এর ঘড়িটা দেখছিনা যে?

যমরাজ মুখে স্মিত হাসি মাখিয়ে বললেন, কাঁটাগুলো এত জোরে ঘুরছে যে আমি শোবার ঘরে সিলিং ফ্যান হিসেবে ব্যবহার করছি।

রসিকতায় কিঞ্চিত অসংস্কৃত রুচি থাকলেও লঘু আমোদের মোড়কে রঙ্গরসের পরিবেশ জমাটি হয়ে ওঠে। একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারী আমাকে তিনটি নবতম পলিটিক্যাল ভাইরাসের খোঁজ দিয়েছেন। আপনাদের জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি।

এল কে আদবানি ভাইরাস : এই ভাইরাসটি যখন তখন পপ্ অপ্ করে। ১০৮ বার শ্রীরাম টাইপ করে অবশ্য সাময়িক কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়।

মানেকা গাঁধী ভাইরাস : এক ধরনের সবুজ ভাইরাস। নিরামিশাষী বা জীবজন্তুর প্রোগ্রামে দ্রুত আক্রান্ত হয়।

জয়ললিতা ভাইরাস : এটি একটি ফ্যামিলি ভাইরাস। এই ভাইরাস পরিবারের প্রতিটি সদ্যস হার্ডডিস্কে স্পেস দখল করে নেয়। প্রধান ভাইরাস কিন্তু কিছুই জানতে পারে না। সে কমপিউটারে ব্যবহারকারীদের দোষারোপ করে চলে।

এবার একটি ব্যর্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক নিয়ে আপনাদের অবহিত করতে চাই। বুঝতেই পারছেন ওটা রেল মন্ত্রক ছাড়া কিছুই হতে পারে না। এখানে বারবার পার্টটাইম মন্ত্রী রাখা হয়। তাঁরা সংসদে অনুপস্থিত থাকেন। রেল ভবনের ছায়া মাড়ান না। যাত্রী

নিরাপত্তা, রেলপথ রক্ষমাবেক্ষণ কিংবা পরিবেশ - পরিকাঠামো নিয়ে তাদের কোনও মাথা ব্যথা থাকে না। এরা পরবর্তীকালে নিজের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হন কারণ এই মন্ত্রক ভাবী মুখ্যমন্ত্রিত্বের শর্টকাট রাস্তা। নীতিশ কুমার, লালু প্রসাদ, এই নীতির প্রবক্তা হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন এর স্থূল অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই মত কিন্তু আমার নয়। পন্ডিতিয়ার গলুদার। তিনি দায়িত্বশীল রেল মন্ত্রী হলে কিভাবে রেল ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতেন তার একাট ফিরিস্তি দিচ্ছি।

১। স্টিম লোকোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লা শিল্প চাঙ্গা করার। বে-আইনী মাইনিং ও কোল - মাফিয়াজকে মদত প্রদর্শন

২। সংরক্ষণ প্রথার বিলোপ। বিশেষ করে বিত্তশালী ও উচ্চবর্ণের ক্ষমতা হ্রাসকরণ।

৩। এ সি কোচের অবসান। এসি মেশিনগুলি সিঙ্গুরের পরিত্যক্ত ন্যানো কারখানার সামনে বিক্রয় কর্মসূচী।

৪। রাজধানী এক্সপ্রেসের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ, মা মাটি মানুষ এক্সপ্রেস

৫। কৃষক, শ্রমিক ও দলদাস বুদ্ধিজীবীদের বিনামূল্যে টিকিট প্রদান।

৬। রেল রোকো ও অবরোধকে আইনানুগ ঘোষণা।

৭। নন্দীগ্রাম থেকে রাইটার্স বিল্ডিং উড়ন্ত এক্সপ্রেস প্রবর্তন।

৮। মানুষের প্রতি আস্থার একটি অনন্য নিদর্শন ঃ টিকিট চেকিং প্রথার বিলুপ্তি।

এইসব রসিকতা থেকে সরলীকরণ করা যায় না যে জনগণ রাজনৈতিক নেতাদের কথায় মনোযোগ না দিয়ে আজকাল ভাঁড় - বিদূষকের প্রতি বেশি মনস্ক হয়েছেন। তবে তামাম দুনিয়ায় কমিউনিজম শব্দটি ইদানিং হাস্যরসের অভিধানে পাকা আসন করে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বত্রিশ বছরের শাসনে নেতাদের দম্ভই কাল হয়ে দেখা দিয়েছে। ষাট বছর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসীন থাকার পরেও চিনের কমিউনিস্ট পার্টি মূল্যবোধের সঙ্কট হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। শুধু আর্থিক দুর্নীতি নয় বাড়ছে যৌন কেলেংকারী ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। লেনিন থেকে মাও যাকে একদিন বলেছিলেন সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শাসক সুলভ কাণ্ড। অবশ্য নৈতিক স্খলনের শুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে অবধারিত হয়েছে রঙ্গতামাশর। যা কমিউনিস্টদের বিবেকবোধে স্থিতধী রাখতে সাহায্য করতে পারে। কয়েকটি নমুনা আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপনা করছি।

বিমান বসু এবং প্রকাশ কারাত এই প্লেনে ভেনেজুয়েলা যাচ্ছেন। যেতে যেতে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা চলছে। বিমানবাবু পকেট থেকে একটি একশো টাকার নোট জানলা দিয়ে ছুড়ে দিয়ে বললেন, অন্তত একজন দুঃখী ভারতীয়ের মুখে হাসি ফোটানো গেল।

প্রকাশ কারাত পিছিয়ে থাকবেন কেন? তিনিও পকেট থেকে দুটি একশো টাকার নোট জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। বললেন, দুজন লোককে সুখী করতে পারা গেল।

প্লেনের কো-পাইলট ওদের কারবার দেখে থ মেরে গেলেন। থিতু হয়ে ভাবলেন, কমিউনিস্ট দুটোকে যদি প্লেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে ভারতের আপামর জনতা চিরদিন হাসিখুসি থাকবে।

কো পাইলটের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সাধারণ মানুষেরই চিন্তার প্রতিফলন। এ বিষয়ে আর নয়, অলমিতি বিস্তারেণ।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। নন্দনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ওপর একটি তথ্যচিত্রের প্রিমিয়ার শো হচ্ছে। হল কানায় কানায় ভর্তি। দেখতে আসার কথা স্বয়ং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এমনিতে তিনি সময় পেলেই নন্দন চত্ত্বরে আসেন। কিন্তু নিজের তথ্যচিত্র দেখতে আসাটা খুব হ্যাংলামি বলে মনে হল তাঁর। তাই নকল দাড়ি লাগিয়ে ফিল্মবাফের ছদ্মবেশে হাজির হলেন গোপনে। খুশিও হলেন ছবি দেখে। ছবি শেষ হবার পর সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। ছদ্মবেশী বুদ্ধবাবু হাততালি দিচ্ছেন না দেখে পাশের সিটের এক কমরেড বলে উঠলেন, ও মশাই। হাততালি না দিলে কিন্তু পুলিশে ধরবে। হতভম্ব হয়ে সবার মতো তালি দিতে লাগালেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

এমন লঘুহাস্য অনেকেই জানেন। মুদ্রাদোষের মতো কারুর কারুর মুখে শোনা যায়, পাগল না সিপিএম? বহু মানুষের ধারণা বামজমানায় অগ্নিমূল্য খাদ্য। পানীয় জলের অভাব। শিক্ষা নেই। চাকরি নেই। নেই নেই, সত্যি কিছুই নেই। এক তিতিবিরক্ত পাবলিক এ নিয়ে হুজ্জুতি করতেই তাকে লালবাজারে মগজ ধোলাই করার জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হল। সুরু হল নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতন। এমনকী নগল বুলেট দিয়ে গুলি করে ভয় দেখানো হল। তারপর যখন সে অব্যাহতি পেল লালবাড়ির সেন্ট্রাল গেটের সামনে গিয়ে ফের চেঁচাতে লাগল, নেই নেই, আমাদের কিচ্ছু নেই। যা আসছে সব ফোলানো ফাঁপানো। পুলিশের বুলেটগুলো অবধি নকল।

মমতা না হয় ছবি আঁকেন, গান করেন। শুনেছি কবিতাও লেখেন। বুদ্ধজমানায় কিন্তু সাহিত্য - সংস্কৃতির রমরমা। যদিও কিছু বুদ্ধজীবী ইতিমধ্যেই রং পাল্টে পিঠটান দিয়েছেন। সম্প্রতি আর্ট কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী স্থাপত্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কৃত করলেন এক সফল শিক্ষার্থীকে। খুশির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ছেলেটি বলেছিল, আশীর্বাদ করুন যাতে বামমৃত্যুর অনন্য স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করতে পারি।

তাই দেখে যাচ্ছে অপরিসীম দারিদ্র ও শোষণ- বঞ্চনা জর্জর ভারবাসীর কৌতূকরসের ভিয়েন রাজনীতি সঞ্জাত। বাঙালির নাগরিক মনোবৃত্তিতেও লক্ষিত হয় অনুরূপ প্রতিফলন। এই অনিয়ন্ত্রিত আমোদ রীতিমত শ্লোষাত্মক ব্যজস্তুতি সমৃদ্ধ। তিনভাগ কান্নার সমুদ্রে যে একভাব হাসির উপদ্বীপ। মন্ত্রীনেতাদের শঠতা, কপটতা, শৃঙ্খলাহীন ভোগলিপ্সা তির্যক ব্যঙ্গে বর্ণিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে যা নাইট্রাস অক্রাইডের থেকেও কার্যকর। কখনও বা হয়ে ওঠে এক সামাজিক সংকেত। উৎসমুখ কিন্তু অধরা থেকে যায়।

রঙ্গরসিক পাঠকবৃন্দ এই কলমচিকে শুধুমুধু কেস খাওয়াবেন না। কারণ এই পরিবেশন স্রেফ ইধার কা মাল উধার করে রসলেখনির রকলমে খুচরো চোট্টামি। কাউকে আহত করার উদ্দেশ্য আমার নেই। ব্যথা পেলে মার্জনা করবেন। নিজগুণে। দেখা হলে তাকাবেন ক্ষমাসুন্দর চোখে। কথা দিচ্ছি শত অনুরোধেও এই দায়িত্ব আর নেব না।